রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৯, ২০১৯

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৩৬২-/আইন/২০১৯।—Police Act, 1861 (Act No. V of 1861) এর section 12 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহা-পুলিশ পরিদর্শক, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা এন্টি টেররিজম ইউনিট বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "ইউনিট প্রধান" অর্থ এন্টি টেররিজম ইউনিটের নেতৃত্ব প্রদানকারী পুলিশ কর্মকর্তা;

(খ) "উগ্রবাদ" অর্থ প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান, প্রথা, রীতি-নীতি ও ধারণার বিপরীতে এমন কোনো ধারণা যাহা বলপূর্বক চাপাইয়া দেয়া বা বলপূর্বক প্রতিষ্ঠার প্রয়াস;

(গ) "এন্টি টেররিজম ইউনিট" বা "ইউনিট" অর্থ ২৯ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও, নং ২৯৯/২০১৮ মূলে গঠিত পুলিশ বাহিনীর এন্টি টেররিজম ইউনিট;

(ঘ) "পুলিশ আইন" অর্থ Police Act, 1861 (Act No. V of 1861);

মূল্য : টাকা ৮.০০

(ঙ) "পুলিশ কমিশনার" অর্থ General Clauses Act, 1897 (Act No. X of 1897) এর section 3(39a) তে সংজ্ঞায়িত Police Commissioner;

(চ) "পুলিশ রেগুলেশনস" অর্থ Police Regulations Bengal, 1943;

(ছ) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(জ) "সন্ত্রাস বিরোধী আইন" অর্থ সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন)।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি, ক্ষেত্রমত, পুলিশ আইন, ফৌজদারি কার্যবিধি, সন্ত্রাস বিরোধী আইন এবং পুলিশ রেগুলেশনসে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

৩। **আইন, ইত্যাদির প্রযোজ্যতা।**—এই বিধিমালায় সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ বিষয়ে সন্ত্রাস বিরোধী আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাসহ বাংলাদেশ পুলিশের জন্য প্রযোজ্য ফৌজদারি কার্যবিধি, দণ্ডবিধি, পুলিশ আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত বা জারীকৃত বিধিমালা, প্রবিধানমালা, রেগুলেশনস, আদেশ, নির্দেশনা, নীতিমালা, পরিপত্র, স্মারক এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ এবং প্রজ্ঞাপন ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **ইউনিটের কার্যালয়।**—(১) ইউনিটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ইউনিটের কার্যাবলি পরিচালনার সুবিধার্থে, প্রয়োজনে, দেশের যে কোনো স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাইবে।

৫। **ইউনিট পরিচালনা।**—(১) সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং মহাপুলিশ-পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে, অন্যূন অতিরিক্ত মহাপুলিশ-পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন পুলিশ কর্মকর্তার নেতৃত্বে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যের সমন্বয়ে, ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

(২) ইউনিট প্রধান, ইউনিটের অধিক্ষেত্রে উহার কর্মপরিধিভুক্ত বিষয়ে, এই বিধিমালায় প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন এবং, প্রয়োজনে, আদেশ দ্বারা, তিনি উক্ত দায়িত্ব ইউনিটের অন্যূন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কোনো পুলিশ কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

(৩) ইউনিট প্রধান, ইউনিটের প্রধান কার্যালয়সহ মেট্রোপলিটন এলাকা ও জেলা পর্যায়ে স্থাপিত শাখা কার্যালয়সমূহে ইউনিটের প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যকে মোতায়ন করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত শাখা কার্যালয়ের প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের মধ্যে, ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে তাহারা জেলার পুলিশ সুপারের ন্যায় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) ইউনিট বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ও গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশেষায়িত ইউনিট হিসাবে পরিচালিত হইবে।

৬। **ইউনিটের কার্যাবলি**।—ইউনিটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসী কার্যে এবং উক্তরূপ কার্যের অর্থায়নে জড়িত ব্যক্তি বা সত্ত্বার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, অনুসন্ধান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রুজুকৃত মামলার তদন্ত করা;

(খ) Counter Radicalization এবং De-radicalization-সহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করা;

(গ) Countering Violent Extremism এবং Preventing Violent Extremism সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসী কার্য সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহায়তায় উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসীদের উপর প্রযুক্তিগত গোয়েন্দা নজরদারী (Lawful Interception) ও তাহাদের অবস্থান সনাক্তকরণ এবং উক্ত কার্য প্রতিরোধসহ সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের আটকের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) জিম্মি সংকট মোকাবিলা এবং সংকট সমঝোতা (Crisis Negotiations) কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(চ) উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যের হুমকি মোকাবিলা এবং উহার সম্ভাব্য প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নির্দেশনা অনুযায়ী এতদ্‌বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহিত তথ্য বিনিময় করা;

(ছ) উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণ ও প্রতিকার সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(জ) সন্ত্রাসী কার্য দমনে নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিন্যাসের মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্তৃক সৃষ্ট ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সময় সময়, বিশেষ প্রতিবেদন দাখিল করা; এবং

(ঝ) সন্ত্রাস বিরোধী আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সন্ত্রাসী কার্য দমন, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের নিমিত্ত আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭। **বিশেষায়িত টিম বা স্কোয়াড গঠন**।—ইউনিট প্রধান, ইউনিটের সদস্যগণের সমন্বয়ে, সন্ত্রাসী কার্যের বিরুদ্ধে কার্যকর অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে, উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামসহ দক্ষ সোয়াট [Special Weapon and Tactics (SWAT)] টিম, ক্রাইম সিন ইনভেস্টিগেশন টিম, বোম্ব ব্লাস্ট ইনভেস্টিগেশন টিম, ক্রাইসিস ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম, এক্সপ্লোসিভ ডিসপোজাল টিম এবং কেনাইন স্কোয়াডসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিশেষায়িত টিম বা স্কোয়াড গঠন করিতে পারিবেন।

৮। **মামলার তদন্তকার্য পরিচালনা, ইত্যাদি**।—(১) ইউনিট, সন্ত্রাস বিরোধী আইনে বর্ণিত অপরাধ এবং, উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্টতা থাকিলে, এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের তদন্ত করিতে পারিবে।

(২) যে সকল মামলা ইউনিট কর্তৃক তদন্ত করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে, কেবল সেই সকল মামলার তদন্ত কার্য ইউনিট কর্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে তদন্ত কার্য পরিচালিত হইবে, যথা :—

(ক) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংক্রান্ত কোনো ঘটনা সংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইউনিটের নিকটস্থ কার্যালয়কে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন;

(খ) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অপরাধ সংক্রান্ত মামলা রুজু হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক তথ্য বিবরণী ইউনিটের নিকটস্থ কার্যালয়কে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) ইউনিটে মামলা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থানা বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ পুলিশের অন্য কোনো ইউনিট তদন্ত কার্য অব্যাহত রাখিবে এবং আসামী গ্রেফতার ও অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে।

(৩) ইউনিট কোনো মামলার তদন্ত কার্যক্রম আরম্ভ করিলে মহা-পুলিশ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোনো সংস্থায় উক্ত মামলা হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৪) এন্টি টেররিজম ইউনিট এবং বাংলাদেশ পুলিশের অন্য কোনো ইউনিট কর্তৃক একই সময়ে কোনো মামলার তদন্তের বিষয় উত্থাপিত হইলে মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে তদন্ত সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, জেলার পুলিশ সুপারকে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত কোনো মামলা হস্তান্তর করিবার জন্য এন্টি টেররিজম ইউনিট কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে, পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ সুপার অনতিবিলম্বে ইউনিটের নিকট তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট মামলা হস্তান্তর করিবেন।

(৬) এই বিধির অন্যান্য উপ-বিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার বা মহা-পুলিশ পরিদর্শক উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত যে কোনো মামলার তদন্তভার বাংলাদেশ পুলিশের অন্য কোনো ইউনিটের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

(৭) এই বিধিমালার অধীন সুষ্ঠু তদন্ত কার্য পরিচালনার প্রয়োজনে ইউনিটে আধুনিক হাজতখানা, মালখানা ও জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ থাকিবে।

৯। **ইউনিটের কর্মকর্তাগণের ক্ষমতা, ইত্যাদি।**—(১) ইউনিটের সাব-ইন্সপেক্টর ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধি, পুলিশ আইন ও পুলিশ রেগুলেশনস মোতাবেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় গ্রেফতার, আটক, তল্লাশি ও জব্দসহ অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) গ্রেফতার, পলায়ন ও পুনরায় গ্রেফতার, সমন, ক্রোক, তল্লাশি এবং তদন্ত সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ইউনিটের সদস্যগণ ফৌজদারি কার্যবিধি এবং, ক্ষেত্রমত, পুলিশ আইন, পুলিশ রেগুলেশনসসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন।

১০। **ইউনিটের কার্যক্রমে পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপার এর দায়িত্ব।**—পুলিশ কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ সুপার,—

(ক) অভিযান পরিচালনা, অনুসন্ধান ও মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক জনবল, অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য লজিস্টিকসসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন;

(খ) কোনো স্থানে সন্দেহভাজন উগ্রবাদী কিংবা সন্ত্রাসীর উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হইলে অথবা উগ্রবাদী বা সন্ত্রাসী চক্র কর্তৃক কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিলে, নিকটস্থ ইউনিটকে দ্রুত অবহিত করিবেন এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(গ) কোনো মামলা তদন্তকালে কিংবা কোনো অভিযান পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সহিত কোনো উগ্রবাদী বা সন্ত্রাসী জড়িত মর্মে সন্দেহ করিলে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি ইউনিটের নিকটস্থ কার্যালয়কে অবহিত করিবেন এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন;

(ঘ) এর নিকট কোনো বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্য, বোমা সদৃশ্য বস্তু বা বোমা তৈরির কোনো উপাদান দৃষ্টিগোচর হইলে, অনতিবিলম্বে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং বিষয়টি ইউনিটের নিকটস্থ কার্যালয়কে অবহিত করিবেন;

(ঙ) কোনো উগ্রবাদী বা সন্ত্রাসীকে আটক করিলে কিংবা জনসাধারণ কোনো উগ্রবাদী বা সন্ত্রাসীকে আটক করিয়া থানা বা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করিলে, সংশ্লিষ্ট ঘটনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং বিষয়টি অনতিবিলম্বে ইউনিটের নিকটস্থ কার্যালয়কে অবহিত করিবেন; এবং

(চ) গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

১১। **অভিযান পরিচালনায় সমন্বয় ও সহযোগিতা, ইত্যাদি।**—(১) বাংলাদেশ পুলিশের অন্য কোনো ইউনিট বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো অভিযান পরিচালনা করিলে বিষয়টি যত দ্রুত সম্ভব এন্টি টেররিজম ইউনিটকে অবহিত করিবে এবং এন্টি টেররিজম ইউনিট কোনো স্থানে অনুরূপ কোনো অভিযান পরিচালনা করিলে বিষয়টি বাংলাদেশ পুলিশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইউনিটকে অবহিত করিবে, তবে কোনো অভিযান পরিচালনায় বাংলাদেশ পুলিশের কোনো ইউনিট এন্টি টেররিজম ইউনিটের সহযোগিতা যাচনা করিলে উক্ত অভিযানে এন্টি টেররিজম ইউনিট মূখ্য ভূমিকা পালন করিবে।

(২) ইউনিট, অভিযান পরিচালনার সুবিধার্থে, অধিক্ষেত্রের আওতাধীন এলাকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ, দপ্তর বা সংস্থার সহিত পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং, প্রয়োজনে, উহাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবে।

(৩) অভিযান পরিচালনা, অনুসন্ধান, তদন্ত কার্য, প্রশাসনিক ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত বিষয়ে এন্টি টেররিজম ইউনিট বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য ইউনিটের সহিত সমন্বয় সাধন করিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের অন্যান্য ইউনিটসমূহ এন্টি টেররিজম ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(৪) বাংলাদেশ পুলিশের অন্য কোনো ইউনিট কর্তৃক উগ্রবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনাকালে এন্টি টেররিজম ইউনিট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

১২। **অন্যান্য সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সহিত সমন্বয় সাধন এবং সহায়তা গ্রহণ।**—(১) ইউনিটে কর্মরত পুলিশ সদস্যগণ দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে স্থানীয় প্রশাসন, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার, বাংলাদেশ ব্যাংক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, পাসপোর্ট ও বহির্গমন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি সংস্থার সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিবে এবং ইউনিট কর্তৃক উল্লিখিত সংস্থাসমূহের নিকট কোনো সহায়তা যাচনা করা হইলে উহারা ইউনিটকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসীদের অবস্থান সনাক্তকরণ, কর্মকাণ্ড প্রতিহতকরণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত মামলা তদন্তসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে, ইউনিট প্রয়োজনে, ক্ষেত্রমত, বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, গবেষক ও ধর্মীয় চিন্তাবিদের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৩। **গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সেল এবং ডাটাবেজ সেন্টার।**—ইউনিটে কর্মরত পুলিশ সদস্যদেরকে দক্ষ ও চৌকস হিসাবে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে ইউনিটের নিজস্ব গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সেল গঠন এবং ডাটাবেজ সেন্টার স্থাপন করা যাইবে।

১৪। **লিগ্যাল সেল।**—ইউনিটের প্রধান কার্যালয়ে একটি লিগ্যাল সেল থাকিবে যাহার কার্যক্রম হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) রিট পিটিশন, আইনগত নোটিশ, নারাজি দরখাস্ত, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, রিভিউ, ডিমান্ড অব জাস্টিস নোটিশ, আদালত অবমাননা, ইত্যাদি বিষয়ে বা বিচার অঙ্গনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং

(খ) বিচার প্রক্রিয়ায় আইনানুগ লক্ষ্য অর্জনের জন্য, ক্ষেত্রমত, মামলার তদন্তের যে কোনো পর্যায়ে অথবা তদন্ত কার্য সমাপ্ত হইবার পর বা বিচার কার্য শুরু হইবার পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা, অফিস, সরকারি কৌসুলী, সলিসিটর, অ্যাটর্নি-জেনারেলের অফিস, আদালত, সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউশন উইং, ইত্যাদির সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় সাধন করা।

১৫। **সাধারণ ডায়েরি, পরিদর্শন বহি, ইত্যাদি সংরক্ষণ।**—ইউনিট পুলিশ আইন, পুলিশ রেগুলেশনস এবং বাংলাদেশ পুলিশ ফরম অনুযায়ী সাধারণ ডায়েরি, পরিদর্শন বহিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে।

১৬। **রেকর্ডপত্র ও ডাটাবেজ সংরক্ষণ।**—(১) ইউনিট পুলিশ রেগুলেশনসে বর্ণিত রেজিস্টারসমূহের আলোকে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিবে।

(২) ইউনিট উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসী কার্য সংক্রান্ত নিজস্ব ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ করিবে।

তফসিল

[বিধি ৮ এর উপ-বিধি(১) দ্রষ্টব্য]

১। Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884) sections 5, 6, 12 ও 13।

২। Explosive Substances Act, 1908 (Act No. VI of 1908) এর sections 3, 3A, 4, 5 ও 6।

৩। Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) এর sections 5, 6, 13, 14 ও 15।

৪। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২ ও ৬১।

৫। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৬, ৭, ৮ ও ১০।

৬। Special Powers Act, 1974 (Act No. XIV of 1974) এর sections 15, 19 ও 25।

৭। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২(২১) ও (২৭), ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ২৩।

৮। Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর sections 121-130, 302, 341, 342, 363, 364, 364A, 365, 366, 368, 392, 394, 395,397, 435 ও 436।

৯। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ধারা ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৪, ২৫, ২৭. ২৮. ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬।

ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, বিপিএম (বার)
ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd